দৈনিক সংবাদ

10

তারিখ 2'6 JUN 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

লক্ষ্য ঃ ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে ১৫টি সমস্যা চিহ্নিত সমাধানে ৬ দফা

আবদুল্লাহ আল ফারুক ।। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার ১৫টি সমস্যা চিহ্নিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ বৃহস্পতিবার এই সমস্যা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আরো ৬ দফা প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদের বৈঠকে।

ছয় দফা প্রস্তাবের মধ্যে শিক্ষায় বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ ডিসি-টিএনও ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান এবং ডিসিদের চাকরির শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে।

বৈঠকের কার্যপত্রে বলা হয়েছেঃ দেশে বর্তমানে ৮ বছর থেকে এর বেশি বয়সের মোট ৪ কোটি ৭২ লাখ লোক নিরক্ষর। এই জনসমষ্টিকে শিক্ষিত করতে পারলে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা যাবে। নিরক্ষর জনসমষ্টির মধ্যে ৮ থেকে ১০ বছর বয়সের ১৬ লাখ, ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের ৪০ লাখ এবং ১৫ থেকে তদুর্ধ্ব বয়সের ৪ কোটি ১৬ লাখ। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প ও ইনফেম প্রকল্পসহ ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী ২০০০ সালের মধ্যে ৩ কোটি ৪৫ লাখ ১১ হাজার জনসমষ্টিকে সাক্ষর করা সম্ভব বলে কার্যপত্রে মন্তব্য করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছেঃ ইনফেম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা **প্রস্তাব ঃ** পৃঃ ৭ কঃ ৪

প্রস্তাব ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রকল্প-১, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩ ও সার্বিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৪)।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে চিহ্নিত ১৫টি সমস্যা হলো ঃ (১) শিক্ষার গুণগত মানের অবনতি, (২) শিশুদের নাগালের মধ্যে স্কুলের অভাব, (৩) পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের অভাব ও স্বল্প পরিসর কক্ষে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর আসন, (৪) মহিলা শিক্ষকের স্বল্পতা, (৫) উপযুক্ত শিক্ষা সামগ্রীর অভাব, (৬) আসবাবপত্র ও ফিটিংসসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব, (৭) খেলার মাঠ, পানি সরবরাহ ও শৌচাগারের অভাব। এক্ষেত্রে মেয়েদের সমস্যা অধিক, (৮) শিক্ষার্থীদের খাতাপত্র ও স্লেট- পেন্সিলের অভাব। বিশেষ করে মেয়েদের পোশাক সমস্যা, (৯) উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, (১০) অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব ও কুসংস্কার, (১১) আকর্ষণীয় শিক্ষা পরিবেশ, (১২) শিক্ষার সাথে জীবিকার সম্পৃক্ততার অভাব, (১৩) সুষ্ঠু তদারকির অপ্রতুলতা, (১৪) দরিদ্র ও ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং (১৫) ব্যাপকভিত্তিতে জনগণের অংশগ্রহণ।

এছাড়াও কার্যপত্রে বলা হয়েছে, বর্তমানে দেশে সরকারি, রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি, নন-রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারিসহ প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ৯৫ হাজার ২শ' ৪৭টি বিদ্যালয় আছে; কিন্তু প্রত্যেক গ্রামকে এই স্কুল স্পর্শ করে না। একই গ্রামে একাধিক স্কুল যেমন আছে, তেমনি কোন স্কুল নেই এমনও গ্রাম আছে।

বৈঠকে বিবেচনার জন্য কার্যপত্রে ৬টি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে ঃ (১) মাঠ প্রশাসনে কোন জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই। এ জন্যে ডিসি ও টিএনওদের 'চার্টার অফ ডিউটিজ'-এ অন্তর্ভুক্ত করা, (২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে নির্দিষ্টসংখ্যক নিরক্ষরকে সাক্ষর করার নির্দেশ, (৩) প্রতিবছর ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কৃতী ব্যক্তিদের পুরস্কার প্রদান, (৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে শাস্তির ব্যবস্থা নেই। এ ক্ষেত্রে বাধা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান করা, (৫) থানা পরিষদে স্থানীয় সরকার বিভাগের থোক বরাদ্দে শিক্ষা খাতের অংশ অগ্রিম উত্তোলনের ব্যবস্থা এবং (৬) ডিসিদের নিয়োগে ও তাদের কাজের বার্ষিক মূল্যায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে সম্পৃক্ত করা। '৯৫ সালে গঠিত ৬৮ সদস্যের 'সবার জন্য শিক্ষা কমিটি' এসব সমস্যা চিহ্নিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে গত বছর ১০ই নভেম্বর এই 'জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদ' গঠিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী পরিষদের সহ-সভাপতি। পরিষদ আজ প্রথম বৈঠকে মিলিত হবে। বৈঠকে সমস্যা ও সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণে সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে। তবে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি এবং ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত অপর একটি কমিটি রিপোর্ট পেশ করলে তা পরবর্তীতে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।